রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ৮, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১০ আষাঢ় ১৪২১বঙ্গাব্দ/২৪ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং **০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৩.২০১৩-২১৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম এন.ডি.সি (৩৬৬৪), প্রাক্তন যুগ্মসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বর্তমানে প্রকল্প পরিচালক, Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth Employment and Governance Project, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গত ৩০-০৫-২০১১ হতে ১৫-০১-২০১২ তারিখ পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম-সচিব (আইন) পদে কর্মরত ছিলেন। তৎকালে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার দাপা ইদ্রাকপুর মৌজার আনুমানিক ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা মূল্যের ৩৬৯/৬৭ নং ভিপি লিজ কেসের মাধ্যমে লিজকৃত এস, এ ২৯৫ নং খতিয়ানের ৫৮১, ৫৮২ ও ৫৮৩ নং দাগের ৬.৮১ একর প্রত্যর্পণ তালিকাভুক্ত সম্পত্তি জনৈক এম এ নছির, পিতা মৃত হাজী আব্দুল আজিজ, সাং পিলকুনী, থানা ফতুল্লা, জেলা নারায়ণগঞ্জের ১২-৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জের মতামত ছাড়া উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিধি বহির্ভূতভাবে প্রত্যর্পণ তালিকা হতে বাদ দেয়ার লক্ষ্যে নথিতে প্রস্তাবসহ খসড়াপত্র অনুমোদন করেন। এ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়টি মাননীয় ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মাননীয় মন্ত্রী পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য না পাঠিয়ে তিনি উদাসীনভাবে ও অমনোযোগী হয়ে নিজেই নোটে অনুমোদন দিয়ে আনুমানিক ২০০(দুইশত) কোটি টাকা মূল্যের উল্লিখিত ৬.৮১ একর প্রত্যর্পণ তালিকাভুক্ত সম্পত্তি বেহাতে সহায়তা করাসহ কর্তব্য কাজ ও দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ করেছেন;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

যেহেতু, পরবর্তী পর্যায়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে ১৯-১০-২০১১ তারিখের ৩১.০০.০০০০. ০৪০. ০৩০. ২০১১-৬৩৮ নং স্মারকে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার বর্ণিত ৬.৮১ একর প্রত্যর্পণ তালিকাভুক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ তালিকা হতে বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বাক্ষর ও নামের সিলসহ সংশোধিত তালিকা এবং সিডি প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ বরাবরে জি. ই. পি. করে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং ফ্যাক্সবার্তার মাধ্যমেও বিষয়টি জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জকে অবহিত করা হয়। উক্ত বিষয়টি গত ০৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক একই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০২(দুই) সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনেও জনাব মোঃ রেজাউল করিম (৩৬৬৪), প্রাক্তন যুগ্ম-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাব ছিল এবং ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত মতামতকে বিবেচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে অমনোযোগিতা ও উদাসীনতার দায়ে সতর্ক করার প্রস্তাবপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত কার্যকলাপের জন্য তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে এ বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি গত ১৫-০৪-২০১৩ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করায় গত ২১-৫-২০১৩ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের সার্থে ঘটনার সত্যতা নিরূপণের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৮-০৩-২০১৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে প্রদত্ত মতামতে উল্লেখ করেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের নথি ভূঃ মঃ/শাখা-৬ অর্পিত/ নারায়ণগঞ্জ/২৮/২০১০-(৩১.০০.০০০০.০৪০.৫৩.০৩.১১) এর সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ না করে নথিটি উর্ধ্বতন পর্যায়ে না পাঠিয়ে উপস্থাপিত নোটের প্রস্তাব উদাসীনতা ও অমনোযোগী হয়ে নিজেই অনুমোদন করে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা "অসদাচরণ" এর দায়ে দোষী। তবে সরকার পক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(ডি) বিধি মতে "দুর্নীতি" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ রেজাউল করিম এনডিসি (৩৬৬৪), ভূমি মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম-সচিব (আইন) এর ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত থাকাকালীন প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন ও নথি পর্যালোচনা না করেই গত ২৬-০৯-২০১১ তারিখে সংশ্লিষ্ট উপ-সচিব জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক কর্তৃক উপস্থাপিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূঃমঃ/শাখা-৬ অর্পিত/ নারায়ণগঞ্জ ২৮/২০১০-(৩১.০০.০০০০.০৪০.৫৩.০৩.১১) নং নথিটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ না করে নিজেই নিষ্পত্তি করেন এবং পরবর্তীতে খসড়া পত্র অনুমোদন করে উদাসীনতা ও অমনোযোগীতার পরিচয় দিয়ে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে উল্লিখিত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড প্রদানের এবং একই বিধিমালার ৩(ডি) অনুযায়ী "দুর্নীতি" (Corruption) এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানের নিমিত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম এনডিসি (৩৬৬৪), প্রাক্তন যুগ্মসচিব ভূমি মন্ত্রণালয় বর্তমানে প্রকল্প পরিচালক, Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth Employment and Governance Project, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মহামান্য রাষ্টপতির সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে তাঁকে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি অনুযায়ী 'তিরস্কার" (Censure) সূচক লঘুদণ্ড আরোপ করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd